সংবাদ

NOV 06 2006

ডিসেম্বরের মধ্যে ১০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সারাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ১০ হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। নিয়োগ পরীক্ষা, বাছাই এবং নিয়োগদান– পুরো প্রক্রিয়াই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সম্পন্ন করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে [illegible] দুর্নীতি দূর করা এবং ক্ষমতাসীন [illegible] মহলের প্রভাবমুক্ত রাখার [illegible] ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ [illegible] আগামী ১৭ নভেম্বর শিক্ষক [illegible] পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

জানা গেছে, এবার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় সারাদেশ থেকে মোট ৫ লাখ ৭৮ হাজার ৩৫৮ জন পরীক্ষার্থী অংশ [illegible]

শিক্ষক : নিয়োগ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রতি শিক্ষাবর্ষে একবার সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ এবং নিয়োগ করা হয়। গত শিক্ষাবর্ষে ১২ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। গত বছর আগস্টে পরীক্ষা এবং ডিসেম্বরে নিয়োগদান করা হয়। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা স্বচ্ছভাবে অনুষ্ঠিত হলেও তা নিয়ে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সরকারি দলের লোকজন নিয়োগ করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। এজন্যই এবার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পুরো প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে এখন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৬৭২টি। এসব স্কুলে শিক্ষক আছেন ১ লাখ ৬২ হাজার ৮৪ জন। এদের মধ্যে মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা ৭১ হাজার ৭৪০ জন। এ বিপুলসংখ্যক শিক্ষকের মধ্যে প্রতি বছর অবসর গ্রহণ, মৃত্যুবরণ, চাকরি ছেড়ে দেয়া ইত্যাদি কারণে ১০/১১ হাজার শিক্ষকের পদ খালি হয়।

জানা গেছে, এবার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় আবেদনকারীদের কাছ থেকে পরীক্ষার ফি হিসেবে সরকার আয় করেছে ৪ কোটি ৩৩ লাখ ৭৬ হাজার টাকা। এ টাকা আবেদনকারীদের কাছ থেকে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরাসরি সরকারি কোষাগারে জমা হয়ে গেছে। আর পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের খরচ হবে ৩ কোটি ৬৪ লাখ ১৭ হাজার টাকা। এর মধ্যে ২ কোটি টাকা খরচ হবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য। বাকি টাকা পরীক্ষার অন্যান্য কাজে ব্যয় করবে অধিদপ্তর।

এক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অর্থ আত্মসাৎ করার কোন সুযোগ নেই বলে অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান। এছাড়াও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মুদ্রণের সঙ্গে মাঠপর্যায়ের কোন শিক্ষক বা অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা জড়িত নন বা তারা কোন